اتْرُكْ أَثَرًا قَبْلَ الرَّحِيْلِ

মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা

মূল: শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ:
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী

সম্পাদনায়:
শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

আলোকিত
প্রকাশনী

সূচীপত্র

বিষয়:	পৃষ্ঠা:
অভিমত	৬
অনুবাদকের কথা	৭
লেখকের কথা	৯
সীমিত লাভ ও ব্যাপক লাভের মাঝে পার্থক্য	১১
কোনটি ভালো? ব্যাপক লাভ না কী সীমিত লাভ	১১
অন্যের ফায়েদা করা নবী ও রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য	১৩
ব্যাপক ফায়েদার সাওয়াব যে বেশি কুর'আন ও হাদীস থেকে তার প্রমাণ	১৬
ব্যাপক লাভজনক কিছু আমল	২৭
১. আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মানুষকে আহবান করা	২৭
পশুরা কেনো এক জন আলিমের জন্য ইস্তিগফার করে?	৩২
কোনটি উত্তম? ইবাদাত করা না কী প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখা ও শিখানোয় ব্যস্ত থাকা?	৩৩
৩. আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা	৩৪
৪. আল্লাহ্'র রাস্তায় পাহারাদারি করা	৩৬
মুসলিমদের পাহারাদারি করতে গিয়ে 'আব্বাদ বিন বিশর (রা.) এর একটি চমৎকার ঘটনা	৩৭
৫. মসজিদ নির্মাণ	৩৮

৬. অন্যের কল্যাণ কামনা করা ৪০
৭. মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করা ৪২
৮. কারোর জন্য সুপারিশ ও মযলুমের সহযোগিতা করা ৪৬
৯. মানুষের প্রয়োজনগুলো পূরণ করা, তাদের কাজগুলো করে দেয়া এবং বিপদের সময় তাদের সহযোগিতা করা ৪৮
১০. ফকির ও দরিদ্রকে সাদাকা করা দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম ৫৯
সাদাকার মহা পুরস্কার সংক্রান্ত কিছু হাদীস ৬০
সাদাকা সাদাকাকারীর শরীরকে হিফাযত করে তথা তাকে সকল বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে ৬১
এ যুগের একটি বিশেষ ঘটনা যাতে সাদাকা'র আশ্চর্য ফল প্রকাশ পেয়েছে ৬২
১১. উত্তম ঋণ ও সঙ্কটে পড়া ব্যক্তিকে কিছু সময় আরো বাড়িয়ে দেয়া ৬৩
১২. কাউকে খানা খাওয়ানো ৬৪
১৩. ইয়াতিমদের প্রতি দয়া করা ৬৬
১৪. বিধবা ও দরিদ্রদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ৬৮
১৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা ৬৯
১৬. স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা ৭১
১৭. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ৭২
১৮. গরীব-দুঃখীদের খবরাখবর নেয়া ৭৪
১৯. মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক যে কোনো বস্তু সরিয়ে দেয়া ৭৫

২০. এমন কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা যা সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও তার সাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনেক বেশি ৭৬
মানুষের ফায়েদা কখনো একটি বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমেও হতে পারে ৭৭
মানুষের ফায়েদা কখনো দু'আর মাধ্যমেও হতে পারে ৭৮
রাস্তা-ঘাটেও মানুষের ফায়েদা করার চেষ্টা করা ৭৮
২১. পশুদের প্রতি দয়া করা ৭৯
মৃত্যুর পরও যা বাকি থাকবে ৮১
ক. ঈমান ও সৎকর্মশীলতা ৮১
খ. ভালো আদর্শ ৮৩
গ. লাভজনক জ্ঞান, চলমান সাদাকা ও নেককার সন্তান যে নিজ মাতা-পিতার জন্য দু'আ করবে ৮৭
ঘ. মানুষের মতো মানুষ তৈরি করা ৯০
'আবূ 'হানীফাহ্ (রাহি.) ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবূ ইউসুফ (রাহি.) ৯৩
এক জন আলিম নিজ ছাত্রদেরকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন তারা ভবিষ্যতে বড়ো বড়ো আলিম হতে পারে। আর তা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেই সম্ভব ৯৫
ঙ. ইসলামের ফায়েদার জন্য ওয়াক্ফ ৯৬
ওয়াক্ফ জায়িয হওয়ার প্রমাণ ৯৬
পরিশিষ্ট ১০০

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিজুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক্ব জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং সেপথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিত, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আলাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের সঠিক পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতিও রইলো অসংখ্য সালাম। মানুষ বলতেই সে মরেও সর্বদা মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকতে চায়। তা যে হওয়া যায় না কিংবা হওয়া অসম্ভব তাও কিন্তু নয়। বরং দুনিয়ার অনেকেই আজ মরেও অমর হয়ে আছেন। যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারীরা যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং সৎকর্মের প্রচার ও প্রসার করে মানুষের মাঝে আজও অমর হয়ে আছেন। তেমনিভাবে শয়তান ও তার অনুসারীরা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারীদের বিরোধিতা ও তাঁদেরকে প্রতিরোধ করার ষড়যন্ত্র এমনকি শরীয়ত বিরোধী হরেক রকমের অপকর্মের প্রচার ও প্রসার করে মানুষের মাঝে আজও অমর হয়ে আছে। তা হলে কেউ ভালো কাজ করে অমর। আবার কেউ খারাপ কাজ করেও অমর। তবে আমাদের জানতে হবে যে, কীভাবে একজন মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকলে দুনিয়ার সম্মানের পাশাপাশি আখিরাতের মর্যাদাও পেতে পারে। তাই এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নিজে জানা ও অন্যকে জানিয়ে দেয়ার স্বার্থেই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি অনুবাদের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি পড়ে সবাই কিছুটা হলেও দিক নির্দেশনা পেলে আমার শ্রমখানা সার্থক হবে বলে আমি আশা করি।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্ততপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ

‘আল্লামাহ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহি.) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না। শব্দ বিন্যাস ও ভাষাগত কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন অনুবাদকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোনো কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা‘আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোনো জনের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য যথার্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কৃপনতা করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হলো আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

- অনুবাদক।

লেখকের কথা

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। তেমনিভাবে সকল সালাত ও সালাম সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

নিশ্চয়ই সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল যা করলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলাও বেশি খুশি হন তা হলো যে আমলের ফায়দা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তা এ জন্য যে, তার লাভ, পুণ্য ও সাওয়াব শুধু আমলকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা অন্য মানুষ পর্যন্তও পৌঁছায় এমনকি পশু পর্যন্তও। যার ফলে এর ফায়দা ব্যাপকরূপ ধারণ করে। মানুষের নেক আমলের মাঝে যা বেশি লাভজনক তা হলো যার সাওয়াব আপনি পেতে থাকবেন; অথচ আপনি নিজ কবরে একা ও নির্জনে শায়িত। তাই একজন মুসলিমের উচিত হবে তার মৃত্যুর পূর্বে এ দুনিয়াতে এমন কিছু আমল রেখে যাওয়ার সর্বাধিক চেষ্টা করা যা কর্তৃক মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হবে এমনকি সে নিজেও লাভবান হবে তার কবরে ও আখিরাতে। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলেছেন।

তিনি বলেন:

"তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো উত্তম ও বড় পুরস্কার আকারে অবশ্যই পাবে"।

- [সূরা মুযযাম্মিল - ৭৩, আয়াত: ২০]

জনৈক কবি বলেন:

“তুমি এমন হওয়ার চেষ্টা করো যার মৃত্যুর পর অন্যরা বলবে: লোকটি চলে গেছে ঠিকই। তবে তার এ অবদানটুকু তাকে অবশ্যই অমর করে রেখেছে।"

আমি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির অনেকগুলো দিক উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। উপরন্তু আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তাওফীক ও সঠিকতা কামনা করছি।

মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

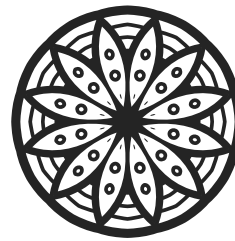

সীমিত লাভ ও ব্যাপক লাভের মাঝে পার্থক্য

ব্যাপক লাভ বলতে এমন কাজকে বোঝানো হয় যার লাভ অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। চাই সে লাভটি আখিরাত সম্পর্কিত হোক যেমন: শিক্ষা দান ও কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহবান করা ইত্যাদি অথবা দুনিয়াগত যেমন: কারোর প্রয়োজন পূরণ ও মযলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

আর সীমিত লাভ বলতে এমন কাজকে বোঝানো হয় যার লাভ ও পুণ্য আমলকারীর সাথেই সীমাবদ্ধ। যেমন: রোযা, নামায ও ই'তিকাফ ইত্যাদি।

কোনটি ভালো? ব্যাপক লাভ না কি সীমিত লাভ:

ফিক্বহিবিদরা এ কথাটি খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ব্যাপক লাভ তথা যা অন্য পর্যন্ত পৌঁছায় তা অনেক ভালো ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে। এ জন্য তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত হলো যার ফায়দা বেশি। কারণ, কুর'আন ও হাদীসে মানুষের স্বার্থ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকা এমনকি তাদেরকে নিরন্তর লাভবান করা ও তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করার চেষ্টা চালানোর বিশেষ

ফযীলত সংক্রান্ত বহু বাণী রয়েছে। যার কিয়দংশ নিচে দেয়া হলো।
আবুদ্দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

"একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব একজন ইবাদাতকারীর উপর যেমন চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর"। - (আবূ দাউদ ৩৬৪১; স্বা'হী'হুল-জামি' ৪২১২)

নবী ﷺ একদা আলী বিন আবূ ত্বালিব (রা.) কে বললেন:

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যদি একটি লোককেও হিদায়াত দেন তা হলে তা তোমার জন্য সর্বোত্তম অনেকগুলো লাল উট পাওয়ার চেয়েও"।

- (মুসলিম ৩৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকলো তার ততটুকু সাওয়াব হবে যতটুকু সাওয়াব হবে তার অনুসারীদের। তবে তাদের সাওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না"। - (মুসলিম ২৬৭৪)

একজন ব্যক্তিগত ইবাদাতকারী যখন মারা যায় তখন তার আমলটুকু বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে একজন ব্যাপক লাভজনক ব্যক্তি মারা গেলেও তার আমল কখনোই বন্ধ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষের প্রতি দয়া, তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো উপরন্তু তাদের ইহপরকালের কল্যাণ করার জন্য। তাদেরকে কখনো মানুষ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ ঘরে একাকী বসে থাকার জন্য পাঠানো হয়নি। এ জন্যই নবী ﷺ ওদেরকে নিন্দা করেছেন যারা মানুষের সাথে না মিশে একাকী ইবাদাত করতে চায়। - (বুখারী ৪৭৭৬ মুসলিম ৫)